হরিণাকুণ্ডুতে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ভায়না ইউনিয়ন ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক শিখরকে মারধরের ঘটনায় বিএনপির এক সমর্থককে কুপিয়ে আহত করেছে আওয়ামী লীগ সমর্থক নেতাকর্মীরা।

এ ঘটনার জেরে উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামে অন্তত অর্ধশতাধিক আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও সমর্থকদের বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়েছে। লুটপাট করা হয়েছে শতাধিক বাড়িঘরের আসবাবপত্র, নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার ও গরু ছাগল। বিএনপি সমর্থকরা এসব ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে বলে দাবি আওয়ামী লীগ সমর্থকদের। আজ রোববার ভোরে উপজেলার ভায়না ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, গতকাল শনিবার বিকেলে ওই এলাকার বাঁকচুয়া লক্ষ্মীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ভায়না ইউনিয়ন ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক শিখরকে মারধর করে ওই ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসিরুল ইসলাম ও ছাত্রদলের সভাপতি রিপনসহ কয়েকজন।

এ ঘটনার জেরে সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপুর গ্রামের ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিন্টু মালিতাকে কুপিয়ে আহত করে আওয়ামী লীগ সমর্থকরা। এ নিয়ে দু’পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে রোববার ভোরে ওই ইউনিয়নের তৈলটুপি, ভায়না, বাগআচড়া, দোবিলা, মালিপাড়াসহ বিভিন্ন গ্রাম থেকে কয়েকশত বিএনপি নেতাকর্মী এসে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়িঘর ভাঙচুর এবং লুটপাট করে।

উপজেলা কৃষকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বিপুল হোসেন দাবি করেন, ভোরে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে গ্রামের ঘুমন্ত নিরীহ আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়িঘরে অতর্কিত হামলা করে বিএনপি সমর্থকরা। এ সময় অন্তত অর্ধশতাধিক বাড়িতে ভাঙচুর ও তান্ডব চালোনা হয়। প্রায় শতাধিক বাড়ির আসবাবপত্র, নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার, ও গরু ছাগল লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তবে ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ অস্বীকার করে ভায়না ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক সিরাজুল ইসলাম মাস্টার বলেন, কে বা কারা

এসব করেছে সেটি আমরা জানিনা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমাদের নেতাদের নামে মিথ্যা প্রচারণার কারণে আমাদের কয়েকজন কর্মীর সাথে আওয়ামী লীগের সমর্থকদের বাকবিতন্ডা হয়। তার জেরে আমাদের মিন্টু মালিতা নামে এক নেতাকে কুপিয়ে আহত করেছে। আমরা তার চিকিৎসা নিয়ে ব্যস্ত।

ভায়না ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা তুষার দাবি করেন, গতকাল শনিবার রাত থেকেই আওয়ামী লীগ সমর্থকদের বাড়িঘরে হামলা ও লুটপাটের পরিকল্পনা চলছিলো বলে আমরা জানতে পেরেছিলাম। পরিস্থিতি সামাল দিতে আমরা অনেকবার সেনাবাহিনী, পুলিশ ও প্রশাসনকে জানিয়েছি । তবে কেউ সেখানে যায়নি। ভোর ৫টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত একটানা লক্ষ্মীপুর ও বাঁকচুয়া গ্রামে বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট চলে। যদি আগে থেকেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আমাদের কথার গুরুত্ব দিতো তাহলে এই তান্ডব হতো না। এখন আতঙ্কে শত শত মানুষ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে বলেও দাবি করেন তিনি।

এদিকে খবর পেয়ে বেলা সাড়ে বারোটার দিকে ঘটনাস্থলে যান সেনাবাহিনীর সদস্যরা। তারা গ্রামের লোকজনের সাথে কথা বলেন। শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে উভয়পক্ষকে আহব্বান জানান।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ জিয়াউর রহমান বলেন, খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে ওই এলাকার পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। কোনো পক্ষ থানায় মামলা বা অভিযোগ দেয়নি। তবে অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে ১১জন পুলিশ কর্মকর্তাসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা

বিচার বহির্ভুত হত্যাকান্ডের শিকার ঝিনাইদহের ছাত্রদল নেতা মিরাজুল ইসলাম মীর্জা ও শিবির সভাপতি ইবনুল ইসলাম পারভেজ হত্যার ঘটনায় আদালতে পৃথক দুইটি মামলা হয়েছে।

মহেশপুর সীমান্তে ভারতীয় মর্টার সেল, বিজিবির প্রতিবাদ

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে পাওয়া গেলে ভারতীয় মর্টারসেল। আজ শনিবার (৩১ আগস্ট) সকালে মহেশপুর উপজেলার লড়াইঘাট সীমান্তে একটি সীমের জমিতে মর্টার সেলটি পাওয়া যায়।

স্থানীয়রা জানায়, গত ১৬ আগস্ট রাত ১০ টার দিকে বিজি লড়াই ঘাট বিজিবি ক্যাম্প থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দুরে বিকট শব্দ হয়ে চারপাশ আলোকিত হয়ে যায়। আলো ও শব্দের উৎস জানতে না পারায় বিষয়টি স্বাভাবিক ভাবে নিয়েছিলো এলাকাবাসী। আজ শনিবার সকালে ওই গ্রামের কৃষক নাজু হোসেন তার সীমের জমিতে গিয়ে মর্টারসেলটি দেখতে পেয়ে বিজিবে খবর দেয়। পরে বিজিবি এসে পুরো এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করেছে।

কৃষক নাজু হোসেন বলেন, আমরা ১৬ তারিখে ভেবেছিলাম ড্রোনের কারণে বা অন্য কোন কারণে এমন হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সেসময় তেমন গুরুত্ব দিই নি। কিন্তু আজ সকালে মাঠে গিয়ে মর্টার সেল দেখতে পাই। আমার তো খুব আতংকে আছি।

এ ব্যাপারে খালিশপুর ৫৮ বিজিবির অতিরিক্ত পরিচালক মেজর মোল্লা ওবায়দুর রহমান জানান। মর্টার সেল পাওয়ার ঘটনায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের কাজে প্রতিবাদ পাঠানো হয়েছে। সেই সাথে পতাকা বৈঠকের আহ্বান করা হলে তারা আজ করতে অস্বীকার করেছে। তবে আগামীকাল পতাকা বৈঠক হবে। ঢাকা থেকে বোম্ব ডিস্পোজাল ইউনিট এসে মর্টার সেল নিস্ক্রিয় করবে বলে বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

কালীগঞ্জে সাংবাদিকদের সাথে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

হরিনাকুণ্ডুতে জামায়তের জনশক্তি সম্মলন অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের হরিনাকুণ্ডু উপজেলা জামায়াতের উদ্যেগে জনশক্তি সম্মলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বিকালে হরিনাকুণ্ডু উপজেলা দোয়েল চত্বর মোড়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা জামায়াতের আমীর বাবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি কুতুব উদ্দীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সম্মলনে উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ রফিকুল ইসলামের পিতা আবু বকর সিদ্দিক।

জনশক্তি সম্মলেনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়তের আমীর অধ্যাপক আলী আজম মুহাম্মদ আবু বকর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সেক্রেটারি অধ্যাপক আব্দুল আউয়াল, জেলা সাংগঠনিক সেক্রেটারি আব্দুল আলীম, জেলা ওলামা বিভাগের সেক্রেটারি মুহাদ্দিস রবিউল ইসলাম ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সেক্রেটারি মনিরুজ্জামান। এছাড়া সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন সাবেক উপজেলা আমীর মাস্টার আলা উদ্দীন ও মাওঃ মওলা বক্, হরিনাকুণ্ডুর প্রথম নায়েবে আমীর মকবুল হোসেন, উপজেলা নায়েবে আমীর রেজাউল ইসলাম, দলের অন্যতম নেতা ইদ্রিস আলী, সাদেকুর রহমান, শফি উদ্দীন, শিবির নেতা রাশেদ হোসেন প্রমুখ।

উপস্থিত তৌহিদী জনতার উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথি বলেন রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে যথাযথ ভাবে ভোগ করার জন্য আল্লাহর আইন এবং সৎ লোকের শাসন কায়েমের আন্দোলনে শরীক হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

ঝিনাইদহে ১৫ কোটি টাকা

[redacted]

[redacted] NTMC [redacted] [redacted] [redacted]

কোটচাঁদপুরে সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান কাবিল উদ্দিন বিশ্বাসের মৃত্যু

না ফেরার দেশে চলে গেলেন কোটচাঁদপুরের দোড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক চেয়ারম্যান কাবিল উদ্দিন বিশ্বাস(৭৫)। গতকাল মঙ্গলবার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় যশোর হাসপাতালে মারা যান তিনি। তাঁর মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনাা জানিয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খান চঞ্চল।

পারিবারিক সুত্রে জানা যায়,কাবিল উদ্দিন বিশ্বাস(৭৫)। তিনি কোটচাঁদপুরের দয়ারামপুর গ্রামের মৃত মঈনুদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে। কাবিল উদ্দিন দীর্ঘদিন কিটনী,ডায়াবেটিক রোগে রোগাক্রান্ত ছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার (২৭ আগস্ট) তারিখে তিনি অসুস্থ্য বোধ করেন। এ সময় তাঁর স্বজনরা তাকে প্রথমে কোটচাঁদপুর হাঁসপাতালে নিয়ে যান।

জরুরি বিভাগের চিকিৎসক কাবিল উদ্দিন বিশ্বাসকে দেখে যশোর হাসপাতালে রেফার্ড করেন। স্বজনরা তাকে যশোর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করান। এরপর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার রাতে তিনি চলে যান না ফেরার দেশে। মৃত্যুর সময় তিনি স্ত্রী ৪ পুত্র ২ কন্যাসহ অসংখ্য গুনাগ্রাহী রেখে গেছেন।

আজ বুধবার দুপুর ১ টার সময় জানাযা শেষে পারিবারিক কবর স্থানে মরহুমের দাফন সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন স্বজনরা।
তিনি কোটচাঁদপুর দোড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। এ ছাড়া তিনি ওই ইউনিয়নের ২ বারের চেয়ারম্যান ও ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছেন পরিবার ও দলীয় নেতা- কর্মীদের মধ্যে।

এদিকে মৃত্যুর খবর পেয়ে ফেসবুকে এক আবেগ ঘন স্ট্যাটাস দিয়েছেন,ঝিনাইদহ – ৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খান চঞ্চল। তিনি ওই স্ট্যাটাসে বলেছেন, কাবিল উদ্দিন বিশ্বাস ছিলেন,কোটচাঁদপুরের দোড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান।

তাঁর মৃত্যুতে আমরা হারালাম তৃণমূল আওয়ামী লীগের এক বীর সৈনিককে। যিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক। দলের এই ক্লান্তিকালে বড্ড প্রয়োজন ছিল আপনার মত দুঃসাহসিক নেতার। এ ছাড়া তিনি মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছেন ওই স্ট্যাটাসে।

কোটচাঁদপুরে ছেলের বউ ধর্ষণ মামলায় শ্বশুর আটক

ধর্ষণের অভিযোগে শ্বশুর-শ্বাশুড়ির নামে কোটচাঁদপুর মডেল থানায় মামলা করেছেন ছেলের বউ। (২৮ আগস্ট) বুধবার ওই মামলায় শ্বশুর আটক হলেও শ্বাশুড়ি পলাতক।

ভুক্তভোগী ছেলের বউ বলেন, গেল ১ বছর আগে মোস্তফা কামালের ছেলে রিয়াজের সাথে আমার বিবাহ হয়। বিবাহের পর থেকে আমি স্বামীর সাথে আমার শশুর বাড়ীতে থাকতাম। আমার শশুর বিভিন্ন সময় আমাকে কু- প্রস্তাব দিতেন।

ঘটনার একদিন আগে আসামী হঠাৎ আমার শরীরের আপত্তিকর স্থানে হাত দেন। তখন আমি ঘটনার বিষয়টি আমার স্বামীকে জানাই। তারা আমার কথা বিশ্বাস না করে, আমাকে মিথ্যা দোষারোপ করেন। এরপর থেকে বিভিন্ন সময় আমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ি আমাকে বিভিন্নভাবে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করতে থাকে।

তিনি বলেন, গেল শুক্রবার ২৩/০৮/২০২৪ তারিখ সকালে আমার স্বামী ও শ্বাশুড়ি কোটচাঁদপুরের কাগমারী গ্রামে বেড়াতে যান। ওই রাতে এশার নামাজ পড়ে অনুমান ৯ টার আমি আমার শোবার ঘরে ঘুমাতে যায়। এ সময় মোস্তফা কামাল আমার ঘরে প্রবেশ করেন। এরপর আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় জড়িয়ে ধরলে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখন আমি চিৎকার করতে গেলে আসামী মোস্তফা কামাল গামছা দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরেন। পরে আমার পরিহিত পায়জামা, সেলোয়ার খুলে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেন।

ছেলের বউ অভিযোগ করে বলেন, এ সব ঘটনা আমার শ্বাশুড়ি সব জানতেন। তিনি এ কাজে সহযোগিতা করেছেন।

ওই ঘটনায় গেল ২৪ তারিখ ছেলের বউ বাদি হয়ে কোটচাঁদপুর থানায় শ্বশুর ও শ্বাশুড়ির নামে লিখিত অভিযোগ করেন। এরমধ্যে আজ বুধবার (২৮ আগস্ট) শ্বশুর মোস্তফা কামালকে আটক করেছেন কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ। তবে আটক করতে পারেনি শ্বাশুড়ি রাবেয়া খাতুনকে। ধর্ষক মোস্তফা কামাল কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের গরসূতি গ্রামের গুলি খাঁর ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-মামুন বলেন, ধর্ষন মামলা হয়েছে। ওই মামলায় স্বামী- স্ত্রীকে আসামি করা হয়েছে। এরমধ্যে স্বামী মোস্তফা কামালকে আটক করা হয়েছে। বাকি ১ জনকে ধরতে অভিযান অব্যহত রয়েছে। খুব শীঘ্রই আসামি ধরা পড়বে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মহেশপুর সীমান্তে বিজিবির হাতে তিন মাদক ব্যবসায়ী আটক

ভয়ংকর মাদক LSD সহ ঝিনাইদহ সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারত হতে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় বিজিবি’র হাতে আটক তিন মাদক ব্যবসায়ী।

মঙ্গলবার (২৭ আগস্ট) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে তাদের আটক করে। বিজিবি মহেশপুর (৫৮) ব্যাটালিয়ানের পাঠানো এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানা যায় ২৭ আগস্ট আনুমানিক ১২টার সময় সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে, মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত পিলার ৬১/৭-এস এর নিকট দিয়ে মাদকের একটি বড় চালান ভারত হতে বাংলাদেশে পাচার হবে। উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে কুসুমপুর বিওপির নায়েব সুবেদার আব্দুস ছালাম এর নেতৃত্বে বিজিবি’র একটি চৌকষ আভিযানিক দল বিত্তিপাড়া গ্রামের মোঃ আজাদ এর আম বাগানের মধ্যে মাদক চোরাকারবারীদের ধরার জন্য সাড়ে টা হতে কৌশলে অবস্থান গ্রহণ করে অপেক্ষ করতে থাকে।

একপর্যায়ে রাত আনুমানিক দেড়টার দিকে কয়েকজন চোরাকারবারী মাথায় বস্তা নিয়ে ভারত হতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবৈধভাবে প্রবেশ করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। চোরাকারবারীরা টহল দলের নিকটবর্তী হলে টহল দল তাদের চ্যালেঞ্জ করলে তারা প্রথমে বস্তাসহ দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। টহল সদস্যরা তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেললে তারা বস্তা ফেলে পালানোর চেষ্টা করে। টহল সদস্যরা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ৩ জন চোরাকারবারীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলেন মোঃরিয়াজ (২২), পিতা-শফিকুল ইসলাম, গ্রাম-পিপুলবাড়িয়া, মহেশপুর, ঝিনাইদহ, মোহাম্মদ ইমাম হোসেন (৩৯), পিতা-জাফর শেখ, গ্রাম-কালাচাঁদপুর, লোহাগাড়া, নড়াইল ও মোবারক আলী (২৬), পিতা-শের আলী, মহেশখালী, কক্সবাজার।

এছাড়া আভিযানিক দল ঘটনাস্থলে তল্লাশী চালিয়ে ভারত হতে অবৈধভাবে বাংলাদেশ আনা ৭ বোতল এলএসডি (প্রতি বোতল ১০০ এমএল), মোবাইল, জর্জেট শাড়ী, বিভিন্ন প্রকার কসমেটিক্স, ঔষধ ও বিবিধ মালামাল জব্দ করে। জব্দকৃত মালামালের সর্বমোট সিজার মূল্য ৭,৩৪,৬৯,৪০৪/- (৭ কোটি ৩৪ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪০৪) টাকা।

গ্রেফতারকৃত আসামী এবং উদ্ধারকৃত মালামাল আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঝিনাইদহের মহেশপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে জামায়াত কর্মী হত্যার ঘটনায় থানায় মামলা

ঝিনাইদহে ২০১৩ সালে জামায়াত কর্মী আব্দুস ছালাম হত্যার ঘটনায় ৭২ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ২০০ জনকে আসামী করে থানায় মামলা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার নিহতের শ্বশুর আবু বকর সিদ্দিক বাদী হয়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় মামলাটি দায়ের করে। মামলা নাম্বার ৩০।ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শাহীন উদ্দিন মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম অপু, তাহজীব আলম সিদ্দিকি সমী, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু,

উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে এম রশিদুল আলম রশিদ, ডিএসবির সাবেক ওয়াচার মুরাদসহ ৭২ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও অজ্ঞাত দেড়’শ দুইশ জনকে আসামী করা হয়েছে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ইসলাম বিদ্বেষী ব্লগারের কটুক্তি ও সুইডেনে কোরআন পোড়ানোর প্রতিবাদে ওলামা মাশায়েখের ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল বের করলে তাদের উপর হামলা করা হয়। হামলা চালিয়ে জামায়াত কর্মী ও মাদ্রাসা শিক্ষক আব্দুস ছালামকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়।